দুর্নীতি দমন কমিশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই, বনানী
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার্বিক সংকলন ও সম্পাদনায়:
মো. হাবিবুর রহমান, ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সম্পাদনা সহযোগী:
মোরশেদা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

বিষয় ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন:
সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো আ.ব.ম রাশেদুজ্জামান, মোহাম্মদ হোসেন, মো. গোলাম মোস্তফা এবং মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ

প্রকাশ: জুলাই ২০১১

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি- ১৪১, সড়ক- ১২, ব্লক- ই, বনানী
ঢাকা- ১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮-০২-৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্যতম কারণ একদিকে তথ্যের অবাধ প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা ও অন্যদিকে সাধারণ জনগণের অনেকেরই মৌলিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য এবং আইন ও বিধি অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণার ঘাটতি। এ প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্থানীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

টিআইবি এর সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সনাক তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক (Advice and Information Desk, AI-Desk) কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে তথ্য ও পরামর্শ সেবা দিয়ে অধিকার সচেতন ও ক্ষমতায়ন করে তোলার কাজ করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে এ তথ্যপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্যপত্র কোনো গবেষণা প্রতিবেদন নয়। এটি মূলত কোনো চলমান বিষয় ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন-উত্তর আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা ইত্যাদি জনগণকে কী অধিকার দিয়েছে এ বিষয়েও প্রশ্ন-উত্তর আকারে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যপত্রের উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার সাথে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনের সাথে তারতম্য হলে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু তথ্যপত্রে তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকল বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাই কোনো আইনী প্রক্রিয়ায় যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই মূল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট ও প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বর্তমান সংস্করণটিতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণটির সংশোধনের জন্য সম্মানিত পাঠক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যপত্রটি জনগণের ক্ষমতায়নে এবং সেবাপ্রাপ্তিতে দুর্নীতি ও হয়রানি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

দুর্নীতি দমন কমিশন

যে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে

১. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন কবে কার্যকর হয় ? ১
২. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত ? ১
৩. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের লক্ষ্য কী ? ১
৪. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যাবলি কী ? ১
৫. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশন 'দুর্নীতি'কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে ? ২
৬. প্রশ্ন: দুর্নীতির ক্ষতির দিকসমূহ কী ? ২
৭. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনে কতজন কমিশনার ও চেয়ারম্যান রয়েছে ? ২
৮. প্রশ্ন: চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের মেয়াদ কত বছর ? ২
৯. প্রশ্ন: কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা কী ? ২
১০. প্রশ্ন: কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার হওয়ার অযোগ্যতা কী ? ২
১১. প্রশ্ন: কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটির সদস্য কারা ? ৩
১২. প্রশ্ন: বাছাই কমিটির সভাপতি কে হবেন ? ৩
১৩. প্রশ্ন: চেয়ারম্যান ও কমিশনারের নিয়োগ প্রক্রিয়া কী ? ৩
১৪. প্রশ্ন: কমিশনের প্রধান নির্বাহী কে ? ৩
১৫. প্রশ্ন: কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কি প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ পাবেন ? ৩
১৬. প্রশ্ন: কমিশনারগণ কীভাবে পদত্যাগ করতে পারবে ? ৩
১৭. প্রশ্ন: কমিশনারগণকে অপসারণ করা যায় কী না ? ৪
১৮. প্রশ্ন: কমিশন কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ? ৪
১৯. প্রশ্ন: কমিশনে কত জন সচিব নিযুক্ত থাকবে ? ৪
২০. প্রশ্ন: সচিবের দায়িত্ব কী ? ৪
২১. প্রশ্ন: কোন অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশনের আওতাধীন ? ৪
২২. প্রশ্ন: অভিযোগ কোথায় দাখিল করা যাবে ? ৫
২৩. প্রশ্ন: কীভাবে অভিযোগ করবেন ? ৫
২৪. প্রশ্ন: দুর্নীতির তদন্তের জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন আছে কি ? ৫
২৫. প্রশ্ন: অভিযোগ দাখিলের পর কমিশন থেকে অভিযোগ প্রাপ্তির কোন রসিদ দিবে কী ? ৫
২৬. প্রশ্ন: অভিযোগ কি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ? ৫
২৭. প্রশ্ন: অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশন কীভাবে কাজ করে ? ৫
২৮. প্রশ্ন: কমিশন কি কোনো ব্যক্তির সম্পদের হিসাব চাইতে পারে ? ৬
২৯. প্রশ্ন: সম্পদের হিসাব কীভাবে এবং কত দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে ? ৬
৩০. প্রশ্ন: কমিশন কী কোনো ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে পারে ? ৬
৩১. প্রশ্ন: দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা কী ? ৭
৩২. প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা প্রদান বা আদেশ অমান্য করলে কী হবে ? ৭
৩৩. প্রশ্ন: কমিশন কোনো ব্যক্তিকে কী গ্রেফতার করতে পারে ? ৭
৩৪. প্রশ্ন: ফাঁদ মামলা (ঞৎধঢ় পধংব) কেন করা হয় ? ৭
৩৫. প্রশ্ন: ফাঁদ মামলা (ঞৎধঢ় পধংব) কীভাবে করা হয় ? ৭
৩৬. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমনে কোনো ব্যবস্থা আছে কী ? ৮
৩৭. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের কোনো বার্ষিক প্রতিবেদন আছে কি ? ৮
৩৮. প্রশ্ন: বার্ষিক প্রতিবেদন কী জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় ? ৮
৩৯. প্রশ্ন: কমিশনের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর অসহযোগিতা/দুর্নীতির বিষয়ে কার নিকট এবং কীভাবে অভিযোগ করা যাবে ? ৮
৪০. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বচ্ছতা ও সততা কীভাবে নিশ্চিত করা হয় ? ৯
৪১. প্রশ্ন: অভিযোগের অগ্রগতি সম্পর্কে কার নিকট এবং কীভাবে জানা যাবে ? ৯
৪২. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশন প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যাবে কী ? ৯
৪৩. প্রশ্ন: যদি আপিল করা যায় তবে নিকট এবং কীভাবে আপিল করতে পারবে ? ৯
৪৪. প্রশ্ন: মিথ্যা অভিযোগকারীর জন্য কোন শাস্তির বিধান আছে কী ? ৯

৪৫. প্রশ্ন: অভিযোগকারী যদি নাম ঠিকানা গোপন পূর্বক কোন অভিযোগ দায়ের করতে চায় সে অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে কী ?১০
৪৬. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের বর্তমান ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ওয়েব সাইটের ঠিকানা কী ?.....১০
৪৭. প্রশ্ন: তৃণমূলপর্যায়ে দুদকের কার্যালয় প্রধানের পদবি কী ? ১০
৪৮. প্রশ্ন: সম্পদের বিবরণ কীভাবে দিতে হয় ?.....১০
৪৯. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশন সদর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের অফিস ও বাসস্থানের টেলিফোন নম্বর এবং ঠিকানা কী ?.....১১
৫০. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের ৬টি বিভাগের ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর কত ?.....১২

দুর্নীতি দমন কমিশন

১. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন কবে কার্যকর হয় ?

উত্তর: ২০০৪ সালের ৯ই মে থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন কার্যকর হয়। ২০০৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ আইনে সম্মতি প্রদান করেন। দুর্নীতি দমন কমিশন ২০০৭ সালের ২৯শে মার্চ উক্ত আইনের ৩৪ - এ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা - ২০০৭ এর প্রজ্ঞাপন জারি করে।

২. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত ?

উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। সংস্থার ওয়েবসাইট হচ্ছে: http://acc.org.bd/

৩. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের লক্ষ্য কী ?

উত্তর: এ সংস্থার লক্ষ্য হচ্ছে দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধ করা।

৪. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যাবলি কী ?

উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্ব-উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান,
- দুর্নীতি দমন বিষয়ে আইন দ্বারা কমিশনকে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন,
- দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদির পর্যালোচনা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ,
- দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন,
- দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গঠন,
- কমিশনের কার্যাবলি বা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থ,
- আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করণ এবং তদ্নুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ উত্থাপন,
- দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়ের এবং উক্ত অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন পদ্ধতি নির্ধারণ,
- দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন,
- তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, এবং
- অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীন অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে এ আইনের অধীন মামলা দায়ের ও পরিচালনা।

৫. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশন 'দুর্নীতি'কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে ?

উত্তর: ব্যক্তিস্বার্থ অর্জন বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি। যখন কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি স্বীয় অবস্থানের সক্রিয় অপব্যবহারের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূতভাবে লাভবান হয় বা ব্যক্তিস্বার্থ অর্জন করে। এর ফলে অন্যের ক্ষতি সাধিত হয় তখনই দুর্নীতি সংঘটিত হয়। অর্পিত ক্ষমতা বা অবস্থানের অসৎ ও অসাধু অপব্যবহার অথবা অবৈধ অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে কাউকে অন্যের উপর বাড়তি সুবিধা প্রদানের মধ্যে দুর্নীতি নিহিত থাকে। যে কর্মকাণ্ড সাধারণভাবে বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তাই হচ্চে দুর্নীতি।

৬. প্রশ্ন: দুর্নীতির ক্ষতির দিকসমূহ কী ?

উত্তর: দুর্নীতির ক্ষতিকর দিকসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

ক. জনগণের দূর্ভোগ বৃদ্ধি,

খ. জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়, এবং

গ. দারিদ্রের মূল কারণ।

৭. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনে কতজন কমিশনার ও চেয়ারম্যান রয়েছে ?

উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশনে এক জন চেয়ারম্যান ও দুই জন কমিশনার নিযুক্ত রয়েছে।

৮. প্রশ্ন: চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের মেয়াদ কত বছর ?

উত্তর: চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ নিয়োগের সময় হতে চার বছর মেয়াদের জন্য স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকবে। উক্ত মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ পুনঃনিয়োগের জন্য যোগ্য বলে গণ্য হবে না।

৯. প্রশ্ন: কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা কী ?

উত্তর: আইন, শিক্ষা, প্রশাসন, বিচার বা শৃঙ্খলা বাহিনীতে অন্যূন ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এ কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার হতে পারবে।

১০. প্রশ্ন: কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার হওয়ার অযোগ্যতা কী ?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা কমিশনার হিসেবে নিযুক্তির যোগ্য হবে না, যদি তিনি:

ক. বাংলাদেশের নাগরিক না হয়,

খ. কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপি হিসেবে ঘোষিত বা চিহ্নিত হয়,

গ. আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দেউলিয়াত্বের দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে,

ঘ. নৈতিক স্খলন বা দুর্নীতিজনিত কোনো অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত পূর্বক আদালত কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে,

ঙ. সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত আছে,

চ. দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে কমিশনের দায়িত্ব পালনে অক্ষম, এবং

ছ. বিভাগীয় মামলায় গুরু দণ্ডপ্রাপ্ত হয়।

১১. প্রশ্ন: কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটির সদস্য কারা ?

উত্তর: কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হবে:

ক. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারক,

খ. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারক,

গ. বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,

ঘ. সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, এবং

ঙ. অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবদের মধ্যে সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব। উল্লেখ্য যে, অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে পাওয়া না যায় অথবা বাছাই কমিটির সদস্যপদ গ্রহণে অসম্মত হয়, তাহলে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবের অব্যবহিত পূর্বের অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব। যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে পাওয়া না যায় অথবা বাছাই কমিটির সদস্যপদ গ্রহণে অসম্মত হয়, তাহলে বর্তমানে কর্মরত মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

১২. প্রশ্ন: বাছাই কমিটির সভাপতি কে হবেন ?

উত্তর: প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক বাছাই কমিটির সভাপতি রূপে হবেন।

১৩. প্রশ্ন: চেয়ারম্যান ও কমিশনারের নিয়োগ প্রক্রিয়া কী ?

উত্তর: বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কমিশনার নিয়োগ করেন। বাছাই কমিটি পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, বাছাই কমিটি উপস্থিত সদস্যদের অন্যূন ৩ (তিন) জনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিশনারের প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে দুই জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করবেন। অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হবে। কমিশন তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং তম্মধ্যে থেকে রাষ্ট্রপতি একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন।

১৪. প্রশ্ন: কমিশনের প্রধান নির্বাহী কে ?

উত্তর: চেয়ারম্যান হচ্ছে কমিশনের প্রধান নির্বাহী। তাঁর পদত্যাগ, অপসারণ, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো দায়িত্ব পালনে অপারগতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি একজন কমিশনারকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সাময়িকভাবে পালনের নির্দেশ দিতে পারবেন। চেয়ারম্যানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য কমিশনারগণ সংশ্লিষ্ট অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। এরূপ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের নিকট কমিশনারগণের জবাবদিহিতা থাকবে।

১৫. প্রশ্ন: কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কি প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ পাবেন ?

উত্তর: না, কমিশনারবৃন্দ মেয়াদান্তে প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ পাবে না।

১৬. প্রশ্ন: কমিশনারগণ কীভাবে পদত্যাগ করতে পারবে ?

উত্তর: কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতি বরাবর ১ (এক) মাসের লিখিত নোটিস প্রেরণপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবে। তবে, পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে, পদত্যাগকারী কমিশনারকে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

১৭. প্রশ্ন: কমিশনারগণকে অপসারণ করা যায় কী না ?

উত্তর: সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারে, তদ্রুপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যাবে না। সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক অপসারণের পদ্ধতি হলো শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে যদি কোনো বিচারপতি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অপারগ অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হন তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল'কে বিষয়টি সম্পর্কে করতে ও তদন্ত ফল প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। তদন্ত প্রতিবেদনে যদি প্রতীয়মান হয় যে বিচারক তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী তাহলে রাষ্ট্রপতি তার আদেশের দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিচারককে অপসারণ করতে পারেন। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকদের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ। [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, মুদ্রণ ২০০৮, ধারা ৯৬]

১৮. প্রশ্ন: কমিশন কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ?

উত্তর: কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সভায় গৃহীত হতে হবে। কমিশন তার দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশনের সভায় নিয়মিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুপারিশ প্রণয়ন করবে। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং প্রতি ৩ (তিন) অন্তর পরপর কমিশনের সভায় সেটির মূল্যায়ন করবে। চেয়ারম্যানসহ দুই জন কমিশনারের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হয়।

১৯. প্রশ্ন: কমিশনে কত জন সচিব নিযুক্ত থাকবে ?

উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক একজন ব্যক্তি কমিশনে নিযুক্ত হবেন।

২০. প্রশ্ন: সচিবের দায়িত্ব কী ?

উত্তর: সচিবের দায়িত্ব হচ্ছে চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী কমিশনের সভার আলোচ্য বিষয়সূচি এবং কমিশনের তদ্‌বিষয়ক সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ, কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ, কমিশনারগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ, এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন।

২১. প্রশ্ন: কোন অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশনের আওতাধীন ?

উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এ বর্ণিত অপরাধসমূহ, Prevention of Corruption Act 1947 (Act No.2 of 1947) – এর অধীনে যে সব অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে, অনুরূপ অপরাধের কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ - এর আওতায় বিচার করা যাবে। তাছাড়া বাংলাদেশের দণ্ড বিধি ধারা ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ২১৭, ২১৮, ৪০৮, ৪০৯ ও ৪৭৭ (এ) আওতায় যেসব অপরাধের কথা বলা আছে সে সকল অপরাধসমূহ, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২ এবং উপরোক্ত ধারার অধীনে যত ধরনের অপরাধ রয়েছে সে সকল অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট দণ্ডবিধি ১৮৬০ এ ১০৯, ১২০খ ও ৫১১ ধারার অপরাধসমূহ বা অপরাধে সহায়তা, অপরাধের ষড়যন্ত্র বা অপরাধের প্রচেষ্টার অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৮ ধারায় বর্ণিত বিচার পদ্ধতির আওতায় বিচার হবে।

২২. প্রশ্ন: অভিযোগ কোথায় দাখিল করা যাবে ?

উত্তর: যে কোনো ব্যক্তি অথবা সংস্থার বিরুদ্ধে কমিশনের এখতিয়ারভূক্ত বিষয়ে কোনো অভিযোগ সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় অথবা প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা যাবে। কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম, অসদাচরণ ইত্যাদি অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটির নিকট অভিযোগ প্রেরণ করা যাবে।

২৩. প্রশ্ন: কীভাবে অভিযোগ করবেন ?

উত্তর: অভিযোগকারী স্বয়ং অথবা ডাকযোগে অভিযোগ কমিশনের সমন্বতি জেলা কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় অথবা প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে পারবে। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে টেলিফোনে ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে অভিযোগ প্রেরণ করা যেতে পারে। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়ের ক্ষেত্রে পরিচালক এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানকে সম্বোধন পূর্বক অভিযোগ দাখিল করা শ্রেয়। অভিযোগকারীর নিজ নাম ও ঠিকানা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। বেনামি অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা আইনগতভাবে যৌক্তিক নয়।

২৪. প্রশ্ন: দুর্নীতির তদন্তের জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন আছে কি ?

উত্তর: না, এক্ষেত্রে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

২৫. প্রশ্ন: অভিযোগ দাখিলের পর কমিশন থেকে অভিযোগ প্রাপ্তির কোন রসিদ দিবে কী ?

উত্তর: হ্যাঁ, দিবে। অভিযোগ দাখিলকারী ব্যক্তি দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় অভিযোগপ্রাপ্তির প্রমাণ হিসেবে অভিযোগ প্রাপ্তি নম্বর ও তারিখ সম্বলিত একটি রসিদ প্রদান করবে [দুদক বিধিমালা-২০০৭]।

২৬. প্রশ্ন: অভিযোগ কি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ?

উত্তর: হ্যাঁ, করা হয়। তফসিলে উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তফসিলের ফরম-১ অনুযায়ী রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত পূর্বক তা সংরক্ষণ করা হয় (দুদক বিধিমালা-২০০৭)।

২৭. প্রশ্ন: অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশন কীভাবে কাজ করে ?

উত্তর: অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশনের কার্যাদেশ নিম্নোক্ত রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে:

অভিযোগ →রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত →যাচাই-বাছাই →অনুসন্ধান →তদন্ত →চার্জশিট →আদালতে বিচার

অভিযোগ তফসিলের ফরম - ১ অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটি অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্ত বিবেচনা এবং কোন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। এক্ষেত্রে যে সকল অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা বা যথার্থতা পাওয়া যাবে না সেসকল অভিযোগসমূহেরও পৃথক একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

কমিশন কর্তৃক যে সকল অভিযোগের অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেসকল অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য কমিশনের নিকট হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নির্দেশ আকারে প্রেরণ করা হয়। অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে

অনুসন্ধান সমাপ্ত পূর্বক দুদক বিধিমালা-২০০৭ এর তফসিলের ফরম-২ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করেন। যুক্তিসঙ্গত কারণে উল্লিখিত সময়ে অনুসন্ধান সমাপ্ত করতে না পারলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ পূর্বক উক্ত ১৫ দিন অতিবাহিত হাওয়ার পূর্বেই অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক বরাবর অতিরিক্ত সময় অনুমতি পূর্বক আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উক্ত পরিচালক অনধিক ১৫ কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করতে পারবে।

অভিযোগের অনুসন্ধান শেষ হওয়ার পর অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তা তদন্তেও জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত পূর্বক দুদক বিধিমালা-২০০৭ এর তফসিলের ফরম-৪ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। যুক্তিসঙ্গত কারণে উল্লিখিত সময়ে তদন্ত সমাপ্ত করতে না পারলে তদন্তকারীর কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ পূর্বক উক্ত ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক বরাবর অতিরিক্ত সময় অনুমতি পূর্বক আবেদন করতে পারবে।

অভিযোগ তদন্তের পর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আদালতে অভিযোগনামা (চার্জশিট) দায়ের করা হয়। আদালতে মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে কমিশন বা কমিশনের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনারের অনুমোদন অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদন ব্যতীত আদালত অপরাধ বিচার সম্পন্ন করবে না (দুদক বিধিমালা-২০০৭)।

২৮. প্রশ্ন: কমিশন কি কোনো ব্যক্তির সম্পদের হিসাব চাইতে পারে ?

উত্তর: হ্যাঁ, পারে। কমিশন কোনো তথ্যের ভিত্তিতে এবং সেটির বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত পরিচালনার পর যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, বৈধ উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি দখলে রেখেছে বা মালিকানা অর্জন করেছে, তাহলে কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনারের অনুমোদনক্রমে উপপরিচালক পদমর্যাদার নিবে নয় এমন একজন কর্মকর্তা নিজ স্বাক্ষরে উক্ত ব্যক্তির নিকট হতে তফসিলের ফরম-৫ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তার সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব সরবরাহের আদেশ জারি করতে পারেন (দুদক বিধিমালা-২০০৭)।

২৯. প্রশ্ন: সম্পদের হিসাব কীভাবে এবং কত দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে ?

উত্তর: আদেশপ্রাপ্তির সময় হতে সাত কার্যদিবসের মধ্যে তফসিলের ফরম-৬ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি তার সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব বিবরণী ও অধিযাচিত তথ্য দাখিলে ব্যর্থ হলে। সাত কার্যদিবসের মধ্যে হিসাব দাখিল করতে না পারলে, উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের নিকট সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতে পারবে। প্রাপ্ত আবেদন যথাযথ বলে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক উক্ত সাত কার্যদিবসের ধারাবাহিকতায় অতিরিক্ত অনধিক সাত কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবে (দুদক বিধিমালা-২০০৭)।

৩০. প্রশ্ন: কমিশন কী কোনো ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে পারে ?

উত্তর: কমিশন জ্ঞাত আয়ের উৎস - বহির্ভূত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করতে পারে। কোনো ব্যক্তি স্বীয় নামে বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির নামে, এমন কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখলে রয়েছে বা মালিকানা অর্জন করেছে, যা অসাধু উপায়ে অর্জিত এবং তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে

এবং নিয়মিত মামলা দায়েরের পূর্বেই তিনি উক্ত সম্পত্তি স্থানান্তর করতে পারে বলে কমিশন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার বা অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা কর্মকর্তা উক্ত সম্পত্তির এখতিয়ারাধীন স্পেশাল জজ আদালতে উক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ (Freezing) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোকের (Attachment) নির্দেশ প্রদানের জন্য আবেদন করতে পারে। আদালত অনুমতি প্রদান করলে উক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোক করা যাবে। অবরুদ্ধ বা ক্রোককৃত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাবে না (দুদক বিধিমালা-২০০৭)।

৩১. প্রশ্ন: দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা কী ?

উত্তর: দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা নিম্নরূপ:

ক. সাক্ষীর সমন জারি ও উপস্থিত নিশ্চিতকরণ এবং শপথের মাধ্যমে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করণ,

খ. কোনো দলিল উদঘাটন এবং উপস্থাপন,

গ. শপথের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ,

ঘ. কোনো আদালত বা অফিস হতে পাবলিক রেকর্ড বা তার অনুলিপি তলব করণ,

ঙ. সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষা করার জন্য পরোয়ানা জারি করণ, এবং

চ. যে কোনো ব্যক্তিকে অনুসন্ধান বা তদন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন তথ্য সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত ব্যক্তি তার হেফাজতে রক্ষিত উক্ত তথ্য সরবারহ করতে বাধ্য থাকবে।

৩২. প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা প্রদান বা আদেশ অমান্য করলে কী হবে ?

উত্তর: কোনো কমিশনার বা কমিশন থেকে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদানে কোনো ব্যক্তি বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তি অমান্য করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩৩. প্রশ্ন: কমিশন কোনো ব্যক্তিকে কী গ্রেফতার করতে পারে ?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি স্বীয় নামে বা অন্য কোনো ব্যক্তির নামে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিক বা দখলদার যা তার ঘোষিত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, তাহলে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তিকে কমিশন প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা গ্রেফতার করতে পারবে।

৩৪. প্রশ্ন: ফাঁদ মামলা (Trap case) কেন করা হয় ?

উত্তর: দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্তে আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে প্রত্যক্ষভাবে ধরার উদ্দেশ্যে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারের অনুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফাঁদ মামলা প্রস্তুত বা পরিচালনা করতে পারবে (দুদক বিধিমালা-২০০৭)।

৩৫. প্রশ্ন: ফাঁদ মামলা (Trap case) কীভাবে করা হয় ?

উত্তর: দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্তে কমিশন অধীনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে সরাসরি ধরার উদ্দেশ্যে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারের অনুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফাঁদ মামলা প্রস্তুত করে। প্রথমে অভিযোগকারীর অভিযোগ লিখিতভাবে গ্রহণ করা হয়। তারঃপর নগদ অর্থ গ্রহণের প্রস্তাব ঘুষ গ্রহণকারী বা

দাবিকারী দুর্নীতিপরায়ণ অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পেশ করা হয়। নগদ টাকার নম্বর লিপিবদ্ধ পূর্বক ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ উক্ত টাকাগুলি চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর হাতেনাতে ধরার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। নির্ধারিত দিন ও সময় এবং সংকেত অনুযায়ী ঘুষগ্রহণকারী ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করা হয়। এ সময় তার নিকট পূর্ব বর্ণিত ও চিহ্নিত টাকাগুলি উদ্ধারপূর্বক সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দতালিকাভুক্ত করা হয়। জব্দতালিকা ও জব্দকৃত টাকাগুলি হেফাজতে নেয়া হয়। তদন্ত শেষে উক্ত প্রমাণাদি ও সাক্ষ্যসহ আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়।

৩৬. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমনে কোনো ব্যবস্থা আছে কী ?

উত্তর: কমিশনে 'দুর্নীতি দমন কমিটি' শীর্ষক কমিটি কমিশনের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী আইন ও বিধিমালার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করছে কি না কিংবা কোনো ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করছে কি না অথবা আইন ও বিধিমালার আওতায় কোনো অপরাধ করেছে কিনা তা সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, নজরদারি, অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়ের, বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা সুপারিশ প্রদান করে। কমিশন প্রয়োজনবোধে কমিশন বহির্ভূত অন্য তদন্তকারী সংস্থা যথা, ডিজিএফআই, র‍্যাব, সিআইডি, ডিবি, এনএসআই ইত্যাদি সংস্থাকে অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির তদন্তের জন্য অনুরোধ করতে পারে।

৩৭. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের কোনো বার্ষিক প্রতিবেদন আছে কি ?

উত্তর: হ্যাঁ, আছে। প্রতি পঞ্জিকা বছরের মার্চ মাসের মধ্যে কমিশন পূর্ববর্তী বছরের সম্পাদিত তার কার্যাবলি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করবে। প্রতিবেদনপ্রাপ্তির পরে রাষ্ট্রপতি উক্ত প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩৮. প্রশ্ন: বার্ষিক প্রতিবেদন কী জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় ?

উত্তর: কমিশনের পূর্ববর্তী বছরের কৃত কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে এবং জাতীয় সংসদের মাধ্যমে জনগণের নিকট প্রকাশ করার বিধান রয়েছে।

৩৯. প্রশ্ন: কমিশনের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর অসহযোগিতা অথবা দুর্নীতির বিষয়ে কার নিকট এবং কীভাবে অভিযোগ করা যাবে ?

উত্তর: নিম্নোক্ত উপায়ে কমিশনের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতি অভিযোগ দাখিল করা যায়:

- কমিশনের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম, অসদাচারণ ইত্যাদি অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটির নিকট অভিযোগ উপস্থাপন করা যাবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কমিশনের সচিব ও মহাপরিচালক (আইন ও প্রসিকিউশন) সমন্বয়ে ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি গঠিত,
- কমিশনের সচিব ও মহাপরিচালক (আইন ও প্রসিকিউশন) - এর বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতি, অনিয়ম, অসদাচরণের অভিযোগ উত্থাপিত হলে কমিশনের চেয়ারম্যান নিজে বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো কমিশনার দ্বারা তদন্তযোগ্য হবে।
- অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি কর্তৃক কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশন আইন ২০০৪ ও কমিশন বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে।

৪০. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বচ্ছতা ও সততা কীভাবে নিশ্চিত করা হয় ?

উত্তর: নিম্নোক্ত উপায়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বচ্ছতা ও সততা নিশ্চিত করা যায়:

- অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দুর্নীতি, অনিয়ম ও অসদাচরণের বিষয়ে সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ ও নজরদারি করে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণসাপেক্ষে অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষে নিয়মিত মামলা ও চার্জশিট দায়ের করার বিধান আছে,
- কমিশন প্রয়োজন মনে করলে কমিশনের বহির্ভূত অন্য তদন্তকারী সংস্থা, যথা- ডিজিএফআই, র‍্যাব, সিআইডি, ডিবি, এনএসআই ইত্যাদি সংস্থাকে দুর্নীতির তদন্তের জন্য অনুরোধ করতে পারে,
- কমিশনের নিজস্ব নিয়োগ ও চাকরি বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা যাবে। উল্লেখ্য যে, কমিশনের নিয়োগ ও চাকুরী বিধিমালা প্রণয়নের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে,
- সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষকের কমিশনের আর্থিক বিষয়াদির অডিট সংক্রান্ত সাংবিধানিক অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে, এবং
- রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিলের দ্বারা জাতীয় সংসদের মাধ্যমে কমিশন জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে।

৪১. প্রশ্ন: অভিযোগের অগ্রগতি সম্পর্কে কার নিকট এবং কীভাবে জানা যাবে ?

উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ ও কমিশন বিধিমালা ২০০৭ অনুযায়ী অভিযোগ নিবন্ধন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তি, অভিযোগ যাচাই, বাছাই ও অনুসন্ধান, মামলা দায়ের, তদন্ত শেষে চার্জশিট দাখিল ইত্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধাপে সম্পন্ন বা সম্পাদনযোগ্য বা প্রক্রিয়াধীন থাকা অভিযোগের বিষয়ে অনুরূপ তথ্য প্রাপ্তির জন্য আঞ্চলিক কার্যালয়ের ক্ষেত্রে উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়ের ক্ষেত্রে পরিচালক এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক অথবা পরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত) - এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৪২. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশন প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যাবে কী ?

উত্তর: কমিশন কোনো বিচারিক আদালতের ন্যায় শাস্তি আরোপ করে না। তবে কমিশনের দায়েরকৃত মামলাগুলোর উপর বিশেষ জজ আদালতের শুনানি গ্রহণ ও বিচার নিষ্পত্তি করা হয়। বিচারে ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের আইনি সুযোগ আছে।

৪৩. প্রশ্ন: যদি আপিল করা যায় তবে নিকট এবং কীভাবে আপিল করতে পারবে ?

উত্তর: ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন ১৯৫৮ এর ৪, ৫, ৬ ধারা অনুযায়ী, গঠিত বিশেষ জজ আদালত কমিশনের দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তি করে। উক্ত বিশেষ জজ আদালতের ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করা যায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত সুপ্রীম কোর্টের রায়ের আপিল গ্রহণে ও নিষ্পত্তিকরণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

৪৪. প্রশ্ন: মিথ্যা অভিযোগকারীর জন্য কোন শাস্তির বিধান আছে কী ?

উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এ মিথ্যা অভিযোগকারীর জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই। তবে, দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২১১ ধারায় মিথ্যা অভিযোগের জন্য শাস্তি রয়েছে। অধিকন্তু, ১৭৭, ১৮১, ১৮২ ধারাতে মিথ্যা অভিযোগ ও

মিথ্যা তথ্য আরোপের অভিযোগে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ ২ থেকে ৭ বছর কারাদণ্ড এবং জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

৪৫. প্রশ্ন: অভিযোগকারী যদি নাম ঠিকানা গোপন পূর্বক কোন অভিযোগ দায়ের করতে চায় সে অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে কী ?

উত্তর: সত্যতা ও তথ্যগত উপাত্ত যে কোনো অভিযোগের প্রাণস্বরূপ। তথ্যসমৃদ্ধ অভিযোগ কমিশনের নিকট গুরুত্ববহ ও গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা অত্যাবশ্যক নয়।

৪৬. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের বর্তমান ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ওয়েব সাইটের ঠিকানা কী ?

উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা হচ্ছে ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০। টেলিফোন নম্বর ও বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়ের ঠিকানা পরিশিষ্টে দেয়া হলো। ওয়েবসাইট হলো: http://acc.org.bd

৪৭. প্রশ্ন: তৃণমূলপর্যায়ে দুদকের কার্যালয় প্রধানের পদবি কী ?

উত্তর: আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান: উপপরিচালক,

বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান: পরিচালক,

প্রধান কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী: চেয়ারম্যান।

দপ্তর বিন্যাস নিবরূপ:

চেয়ারম্যান ও দুইজন কমিশনারের সমন্বয়ে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একজন সচিব কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেন। ৬ জন মহাপরিচালক সচিবের সহায়তায় কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এরা হলেন: মহাপরিচালক (প্রশাসন, সংস্থাপন ও অর্থ), মহাপরিচালক (লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন), মহাপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত, তৃণমূল পর্যায়ে) মহাপরিচালক (গবেষণা, প্রতিরোধ, পরিবীক্ষণ, গণসচেতনতা), মহাপরিচালক (অনিষ্পন্ন বিষয়াদি ও পরিদর্শন)। অধিকন্তু, চেয়ারম্যান মহোদয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন) কর্মরত আছেন। এছাড়া ১৩ জন পরিচালক প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আছে। ৬ টি বিভাগে ৬ জন বিভাগীয় পরিচালক কর্মরত।

৪৮. প্রশ্ন: সম্পদের বিবরণ কীভাবে দিতে হয় ?

উত্তর: সম্পদের বিবরণ দেয়ার জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ফরমটি নিম্নরূপ:

ফরম-৬ [বিধি ১৭(১) দ্রষ্টব্য], **সম্পদ বিবরণী**

(দুর্নীতি দমন কমিশনের আদেশপ্রাপ্তির ৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক দাখিল করতে হবে।)

অংশ-১

স্থাবর সম্পদ

ক্রম	সম্পদের অবস্থান, গ্রাম বা সড়ক এবং থানা অথবা পৌরসভা এবং জেলা	দাগ ও খতিয়ান/ হোল্ডিং নম্বর	আয়তন/ পরিমাণ	সম্পদের প্রকৃতি ও বিবরণ	স্বার্থের পরিধি	জমির মূল্য	জমিতে অবস্থিত ভবনাদি, কাঠামো এবং সাজ-সরঞ্জামের মূল্য	কার নামে সম্পদ অর্জিত (নিজ/স্ত্রী/পুত্র /কন্যা/ভ্রাতা-ভগ্নী অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি)	সম্পদ অর্জনের তারিখ	অর্জনের ধরন (ক্রয়, ইজারা, দান, বিনিময়, উত্তরাধিকার বা অন্যবিধ)	সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যবহৃত আয়ের উৎস	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)

অংশ-২

অস্থাবর সম্পদ

ক্রমিক	সম্পদের বিবরণ	কোথায় অবস্থিত	মূল্য	ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা বা অন্য কোনো ব্যক্তি	সম্পদ অর্জনের তারিখ	অর্জনের পদ্ধতি (ক্রয়, দান, ভাড়া ইত্যাদি)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

৪৯. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশন সদর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের অফিস ও বাসস্থানের টেলিফোন নম্বর এবং ঠিকানা কী ?

উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশনের সদরদপ্তরে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের ফোন, পদবির তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার পদবি	ফোন
১	চেয়ারম্যান	৮৩৩৩৩৫০ (পিএ) ৮৩৩৩৩৫৪ (ফ্যাক্স)
২	পিএস টু চেয়ারম্যান	৮৩৩৩৩৫৮
৩	কমিশনার	৮৩৩৩৩৫২ (পিএ)
৪	পিএস টু কমিশনার	৯৩৬২৭৪১
৫	কমিশনার	৮৩৩৩৩৫১ (পিএ)
৬	পিএস টু কমিশনার	৯৩৬২৪১৩
৭	সচিব	৯৩৬০১১০ (পিএ)
৮	সচিব - এর একান্ত সচিব	৮৩১৯৫৬৬
৯	মহাপরিচালক (প্রশাসন, মনিটরিং ও সিস্টেম অডিট)	৯৩৪৯০১৩ (পিএ)
১০	মহাপরিচালক (লিগ্যাল অ্যান্ড প্রসিকিউশন)	৯৩৩৭১৪৮ (পিএ)
১১	মহাপরিচালক (গবে.,পরি.,ভিজি. ও গণসচেতনতা)	৯৩৫৮৯৫১ (পিএ)
১২	মহাপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত)	৮৩৩৩৪২৫ (পিএ)
১৩	মহাপরিচালক (বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত)	৮৩৩৩৪২৬ (পিএ)
১৪	পরিচালক (প্রশাসন, মানবসম্পদ ও অর্থ)	৯৩৫২১১৫ (পিএ)
১৫	পরিচালক (লিগ্যাল এ্যান্ড প্রসিকিউশন)	৯৩৪৩৭৮৫
১৬	পরিচালক (অনুসন্ধান)	৯৩৩১০৯৩
১৭	পরিচালক (বৃহত্তর ঢাকা)	৯৩৫৫০২৫
১৮	পরিচালক (বিশেষ মনিটরিং সিস্টেম অডিট এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট)	৯৩৬০২৭৫
১৯	পরিচালক (তদন্ত)	৯৩৫২৫৫২
২০	উপপরিচালক (নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ফরিপুর)	৯৩৫৫০২১
২১	উপপরিচালক (অনু:-২)	৮৩১৪৬৮৫
২২	উপপরিচালক (তদন্ত-১)	৯৩৩৫১২৩
২৩	উপপরিচালক (অনুসন্ধান-২)	৯৩৫৫০২২
২৪	উপপরিচালক (প্রসিকিউশন সেল)	৯৩৪২২৫৮
২৫	উপপরিচালক	৯৩৫৩০০৪-৮ এক্সটেনশন-২৩২
২৬	উপপরিচালক (প্রশাসন ও লজিস্টিকস্)	৯৩৪৬৯৬৪

২৭	উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৯৩৫৬৬৪৫
২৮	উপপরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা)	৯৩৫৬৬৪৫
২৯	উপপরিচালক (বিশেষ মনিটরিং সিস্টেম অডিট এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট)	৯৩৫৯৯২৭
৩০	উপপরিচালক (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ)	৯৩৫৯৯২৭
৩১	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৩৫৫০২৬
৩২	উপপরিচালক (তদন্ত-২)	৯৩৫৩০০৪-৮ এক্সটেনশন-২৬৬
৩৩	উপপরিচালক (প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা)	৯৩৫৩০০৪-৮ এক্সটেনশন-২৩৭
৩৪	উপপরিচালক (রাজশাহী)	৯৩৫৩০০৪-৮ এক্সটেনশন-২৫৮
৩৫	সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৯৩৬১৫৯০
৩৬	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও লজিস্টিকস)	৯৩৫৮৯৩২
৩৭	সহকারী পরিচালক (তদন্ত-২)	৮৩১৯৫০০
৩৮	সিএমএম কোর্ট কমিশন অফিস	৭১১৬৫১৫

৫০. প্রশ্ন: দুর্নীতি দমন কমিশনের ৬টি বিভাগের ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর কত ?

উত্তর: দেশের ৬টি বিভাগে কর্মরত দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের পদবিও ফোন নাম্বারসমূহ নিম্নরূপ:

ঢাকা বিভাগ			
নং	**কর্মকর্তার পদবি**	**টেলিফোন**	
		অফিস ও বাসা	
১	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা		
২	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, ঢাকা-২	৯৩৪২৫৩৮	
৩	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১	৯৩৫৮৯৬৬	
৪	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ	০৯১-৫৩০১৬	
৫	উপপরিচালক, টঙ্গাইল	০৯২১-৫৩৯৫১	
৬	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর	০৬৩১-৬৪৮৪৪	
চট্টগ্রাম বিভাগ			
১	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম	০৩১-৭১০২৩০	৬৫১৫৫৯
২	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১	০৩১-৭১২১৫১	-
৩	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-২	০৩১-৮১১০৭১	-
৪	সহকারী পরিচালক, জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী	০৩২১-৬১০৬০	
৫	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা	০৮১-৭৭২৩৯	
৬	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	০৩৫১-৬২১৩১	
রাজশাহী বিভাগ			
১	পিএসসি, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী	০৭২১-৭৭৫৪৫৯	
২	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, রাজশাহী	০৭২১-৭৭২১৯৯	০৭২১-৭৭৩৪৬৮
৩	সহকারী পরিচালক, জেলা কার্যালয়, বগুড়া	০৫১-৬৬২০৪	

৪	সহকারী পরিচালক, জেলা কার্যালয়, পাবনা	০৭৩১-৬৫৪১৩	
৫	জেলা কার্যালয়, রংপুর	০৫২১-৬৫০২০	
৬	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, দিনাজপুর	০৫৩১-৬৩১৬৩	
খুলনা বিভাগ			
১	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা	০৪১-৭৬২২১৬	৭৩২৭৪৭
২	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, খুলনা	০৪১-৭২৫০৩৩	৭৩২২৯৮
৩	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, যশোর	০৪২১-৭৩০৪৫	
৪	সহকারী পরিচালক, জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া	০৭১-৬১৮৭৪	
সিলেট বিভাগ			
১	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট	০৮২১-৭১৬২০৫	
২	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, সিলেট		
৩	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ	০৮৩১-৫২২৪০	
বরিশাল বিভাগ			
১	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল	০৪৩১-৬৪০৭৭	
২	উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, বরিশাল	০৪৩১-৫২২০৫	
৩	সহকারী পরিচালক, জেলা কার্যালয়, পটুয়াখালী	০৪৪১-৬২৭৯৭	

অক্টোবর ২০০৭

তথ্যসূত্র:

- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪
- দুর্নীতি দমন বিধিমালা, ২০০৭
- দুর্নীতি সম্পর্কিত আইন, সরদার মকবুল হোসেন, শরফুদ্দিন ল' বুক সেলার, ২০০৭
- দুর্নীতি দমন কমিশন - এর ওয়েবসাইট: http://acc.org.bd